কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক আনোয়ার হোসেনের দাফন সম্পন্ন

কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক (দিবা শাখা) মো: আনোয়ার হোসেন দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বাদ জোহর কুমারখালী উপজেলার যদুবয়রা এলাকার ছতিয়ান ঈদগাহ ও গোরস্থানে দ্বিতীয় নামাজে জানাযা শেষে দাফন সম্পন্ন হয়।

এরআগে বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টায় কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে মরহুমের প্রথম নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

জানাযা নামাজে কুষ্টিয়ার স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক আরিফুজ্জামান, জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার রমজান আলী আকন্দ, কুষ্টিয়া জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক এফতেখাইরুল ইসলাম, কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোজাম্মেল হকসহ সকল শিক্ষক ও শুভাকাঙ্ক্ষী এবং মুসল্লীরা উপস্থিত ছিলেন। জানাযা নামাজে ইমামতি করেন মাওলানা রুহুল আমিন।

পরিবারসুত্রে জানা যায়, গতকাল বুধবার রাতে বুকে ব্যাথা অনুভব করলে দ্রুত তাঁকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতেই তিনি মারা যান।

সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের এই শিক্ষক হাসিখুশি প্রানবন্ত মানুষ হিসেবে সমাদৃত ছিলেন। শিক্ষার্থী ও সকল শিক্ষকদেরও প্রিয় ছিলেন আনোয়ার হোসেন।

পাঠকদের কাছে তিনি নেহাল আনোয়ার হিসেবে নিজেকে মেলে ধরেছিলেন তার কবিতা ও উপন্যাস নিয়ে। গেলো বছর বইমেলায় তার দুইটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন হয়। এবারের বইমেলাতেও একটা কবিতার বই আসার কথা রয়েছে। কিন্তু বড্ড অসময়ে তাঁর চলে যাওয়া কোন ভাবেই মানতে পারছে না তার স্বজন, শুভাকাঙ্ক্ষী, সহকর্মী ও শিক্ষার্থীরা।

প্রসঙ্গত, আনোয়ার হোসেন কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার যদুবয়রা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এমএ পাশ করেন। পরবর্তীতে তিনি ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে

এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর মাগুরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক হিসেবে প্রথম কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজের পুরস্কার বিতরণ

বিজ্ঞান ছাড়া মানুষের বাঁচার সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম।

তিনি বলেন, আমরা সকালে ঘুম থেকে উঠে আবার রাতে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত বিজ্ঞানের সাথে আছি। বিজ্ঞান আমাদের কাজকে সহজ করে দিয়েছে। দূরকে নিকটে এনে দিয়েছে। বিজ্ঞান ছাড়া এখন কোন কিছু চিন্তাই করা যায় না। বিজ্ঞান ছাড়া জীবন এখন অচল। মেধার সাথে বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটালে অসম্ভবকে উৎরানো সম্ভব।

কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ক্লাব ও পাঠাগারের আয়োজনে বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা-২০২২ এর পুরস্কার বিতরণ ও কৃতি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে জেলা প্রশাসক বলেন, তোমরাই আগামী দিনের সোনার বাংলাদেশের রূপকার ও কারিগর। কারা পুরস্কার জিতলো আর কারা জিতলো না, সেটি বড় বিষয় নয়। এমন একটি জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা সব প্রতিযোগীকে ভেতর থেকে আলোকিত করবে। তোমরা যখন বড় হবে তখন তোমরাই দেশকে নেতৃত্ব দিয়ে সঠিক পথে এগিয়ে নেবে।

কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ মোজাম্মেল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জেলা শিক্ষা অফিসার রমজান আলী আকন্দ বলেন,

‘ ‘একটি জাতির অগ্রসরে প্রধান ভুমিকা রাখে শিক্ষা। আমাদের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন, আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত কম্পিউটার ল্যাব ও বিজ্ঞানাগার এর মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিজ্ঞান মনস্ক করে গড়ে তুলতে হবে’’।

কুষ্টিয়া সরকারী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক নাদিরা খানমের সঞ্চালনায় এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া সরকারী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) মোহাঃ আনোয়ার হোসেন, সিনিয়র শিক্ষক সাইদুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর সিদ্দিক, হাফেজ মোঃ রুহুল আমিন, মাহমুদুল হাসান, রেজাউল করিম, মাসুদ রানা, জ্যাকুলিন ইসলাম,আস্তারী বেগম, মধুসূদন দত্ত প্রমূখ।

বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতায় দুই গ্রুপে ২০ জনকে ক্রেস্ট, বই ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। একই সাথে অংশগ্রহণকারী দু্শজনের মাঝে প্রত্যেককে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।